দেশ ছাড়ার পর মুখ খুললেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী তৈয়্যব

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী তৈয়ব। ছবি: সংগৃহীত

অন্তর্বর্তী সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব দেশ ত্যাগ করেছেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা আলোচনা শুরু হলে তিনি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

পোস্টে তিনি জানান, ফেব্রুয়ারির ৮ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে আইসিটি, পিটিডি ও বিটিআরসি সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ছিল তার শেষ কর্মদিবস। ওইদিন সহকর্মীদের সঙ্গে বিদায়ী আয়োজনও হয়। প্রযুক্তিনির্ভর নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় নিজের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

ফাইজ তাইয়েব আহমেদ
7h ·

ফেব্রুয়ারির ৮, ৯, ১০ তারিখে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিয়েছি আইসিটি, পিটিডি ও বিটিআরসি থেকে। এরপরে নির্বাচনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি। প্রযুক্তি নির্ভর নির্বাচনী আয়োজনে আমার কিছু কন্ট্রিবিউশন ছিল। কলিগদের থেকেও ঠিকঠাক বিদায় নিয়েছি।

১০ ফেব্রুয়ারি অফিসিয়ালি শেষ কর্ম দিবস ছিল। সেদিন কর্মকর্তা কর্মচারী সবার সাথে একসাথে ফেয়ারওয়েল ডিনার করেছি। গান গেয়ে বিদায় দিয়েছেন আমার সহকর্মীরা, ওয়ালে পাবেন।

একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং সৎ ব্যক্তিকে দুটো অসম্মানজনক কটু কথা শোনানোর আগে, তথ্য যাচাই-বাছাই করে নিবেন, চাওয়াটা খুব বেশি বড় না।

বিদায়ের সময় এক সহকর্মী জিজ্ঞেস করেছিল পরে কি করবেন? বলেছি একটা চাকরি খুঁজতে হবে দ্রুত। দেশের জন্য কাজ করতে এসে ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক লোকসান হয়েছে। সেভিংস যা ছিল সব শেষ হয়েছে।

ছেলের স্কুলে প্যারেন্টস মিটিং আছে, স্ত্রীর মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি আছে। ছুটি চেয়ে যথাযথভাবেই পরিবারের কাছে যাচ্ছি। আরও একটা তথ্য দেই, রিটার্ন টিকেট কেটে এসেছি, ডেট ***লোকেদের কাছ থেকেই জেনে নিয়েন।

একটা দীর্ঘ সময় সন্তান ও পরিবারকে সময় দিতে পারেনি, পরিবারকে কিছুটা সময় দিতে হবে। প্লাস আজকে ভ্যালেন্টাইন ডে।

অনেকগুলো বই উপহার পেয়েছি, বইগুলো সাথে নিয়ে এসেছি। দীর্ঘ ক্লান্তির পরে একটু লম্বা বিশ্রাম প্রয়োজন। স্লিপিং সাইকেল ডিসরাপ্ট হওয়ায় বিগত এক বছর নিয়মিত ঘুমাতে পারিনি। বিশ্রামের পাশাপাশি উপহার পাওয়া বইগুলো পড়বো।

পত্রিকার কলাম নিয়মিত পড়তাম, বিগত সময়ে আমার সহ লেখকরা যেসব মৌলিক লেখা

LENS ASIA

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব দাবি করেন, দেশের কাজে যুক্ত হয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় শেষ হয়ে গেছে। বিদায়ের সময় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চাইলে দ্রুত নতুন চাকরি খোঁজার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন বলেও জানান। সমালোচনার জবাবে তথ্য যাচাই করে মন্তব্য করার আহ্বান জানান তিনি।

দ্রুত বিদেশে যাওয়ার কারণ হিসেবে পারিবারিক প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন তৈয়্যব। ছেলের স্কুলসংক্রান্ত বিষয় ও স্ত্রীর চিকিৎসাজনিত জরুরি প্রয়োজন থাকায় সাময়িক ছুটি নিয়ে গেছেন বলে উল্লেখ করেন। ফিরতি টিকিট কাটা আছে বলেও জানান তিনি।

দায়িত্ব পালনকালে স্বচ্ছতা ও নতুন ব্যবস্থাপনা চালুর চেষ্টা করেছেন দাবি করে তিনি বলেন, কোনো ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা নেই। বরং টেলিকম খাতের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

শনিবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে Emirates–এর একটি ফ্লাইটে তিনি দুবাই হয়ে জার্মানির উদ্দেশে রওনা হন।